



181556 - "তোমাদরে মধ্যযে যার সামর্থ্য আছে তার উচতি ববাহ করা" শীর্ষক হাদসিরে অর্থ এ নয় যে, গরীব লোককে বয়িে করা থেকে বারণ করা

প্রশ্ন

এখানে ব্রটিনে অনেক ছাত্ররাই চাকুরী করে। কেননা তারা নজিদেদেরকে হারাম থেকে বাঁচানোর জন্য বয়িে করতে চায়। আমি দুটো হাদসি পড়ছি; মনে হচ্ছে হাদসিদ্বয় সাংঘর্ষিক। এক: "হে যুবকরো! তোমাদরে মধ্যযে যার সামর্থ্য আছে তার উচতি বয়িে করা"। অপরটি হল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনকৈ মহলিককে এক গরীব লোকেরে কাছে বয়িে দিয়েছিলেন। আমি যা বুঝতে পরেছি, প্রথম হাদসি বলছে: পুরুষেরে বয়িরে জন্য আর্থিকভাবে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যিক; যাত করে স্ত্রীর খরচ চালাতে পারে। আর দ্বিতীয় হাদসি বলছে: তিনি এক গরীব লোককে বয়িে করিয়েছেন যে কোন সম্পদের মালিক নয়।

এ হাদসিদ্বয় কি সাংঘর্ষিক; নাকি আমার বুঝার ভুল আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রথম হাদসিটি ইমাম বুখারী (৫০৬৬) ও ইমাম মুসলিম (১৪০০) ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কিছু যুবক ছলাম যাদেরে কিছুই ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: হে যুব সমাজ! তোমাদরে মধ্যযে যারা সামর্থ্য রাখ তাদের উচতি বয়িে করে ফেলো। কেননা বয়িে দৃষ্টি অবনতকারী ও লজ্জাস্থানকে হফোয়তকারী। আর যার সামর্থ্য নাই তার উচতি রোয়া রাখা। কেননা রোয়া যতীন উত্তজেনা প্রশমনকারী।"

দ্বিতীয় হাদসিটি হচ্ছে— সাহল বনি সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার নজিকে আপনার জন্য উপহার দিতে এসেছি (পরোক্ষ ভাষায় বয়িরে প্রস্তাব)। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে মাথা নচু করলেন। মহিলাটি যখন দেখল যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না তখন সে বসে পড়ল। এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের একজন বলল, যদি আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে এ মহিলাটির সঙ্গতে আমার বয়িে দিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কিকিছু আছে? সে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম কিছুই নাই। তিনি বললেন: তুমি তোমার পরিবারের কাছে ফরিয়ে যাও এবং দেখে কিছু পাও কিনা? এরপর

লোকটি চলল গলে এবং ফরিয়ে এসে বলল: আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! আমকিছুই পলোম না। নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: দেখে, একটিলোহার আংটিহিলেও! তারপর সে চলল গলে এবং ফরিয়ে এসে বলল: আল্লাহর
কসম, একটিলোহার আংটিও পলোম না। কন্টি এই যল আমার লুঙগিআছে। সাহল (রাঃ) বলনে, তার কনল চাদর ছলি না।
অথচ লোকটি বলল: এটাই আমার পরনরে লুঙগি; এর অর্ধকে দতিে পারি। এ কথা শুনলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বললনে: তলোমার লুঙগিদিয়ে সে ককিরবলে? তুমি পরধান করলে তার গায়লে কনল কছি থাকবলে না। আর সে পরধান
করলে তলোমার গায়লে কনল কছি থাকবলে না। তখন লোকটি বসলে পড়ললে এবং অনেকেক্ষণ সে বসছেলি। তারপর উঠলে গলে।
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফরিয়ে যতেলে দেখলে ডকেলে আনলনে। যখন সে ফরিয়ে আসল, নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসে করলনে: তলোমার কতটুকু কুরআন মুখস্থ আছে? সে গণলে বলল, অমুক অমুক অমুক সূরা
মুখস্থ আছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসে করলনে: তুমি কি এ সকল সূরা মুখস্থ তলিওয়াত
করতে পার? সে বলল: হ্যাঁ! তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: যাও তুমি যলে পরমিণ কুরআন মুখস্থ করছে
এর বনিমিয়ে এ মহলিার সাথে তলোমার ববাহ দলিাম। [সহহি বুখারী (৫০৩০) ও সহহি মুসলমি (১৪২৫)]

আলহামদু ললিল্লাহ; এ হাদিসদ্বয় সাংঘর্ষকি নয়। বরং প্রত্যকেটি হাদিস এর যথাপযুক্তস্থানে উদ্ধৃত হয়ছে। ইবনে
মাসউদ (রাঃ)-এর হাদসিে সাধারণভাবে সকল যুবক ও বয়িতে আগ্রহী ব্যক্তদিরে প্রতি আহ্বান উদ্ধৃত হয়ছে; এ কথা
বরণনা করার জন্য যলে, বয়িরে জন্য খরচরে সামর্থ্য থাকা ও যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়; যাতলে করে স্বামী তার স্ত্রীর ভরণ-
পোষণ ও বাসস্থানরে ফরয দায়তিব পালন করতে পারে।

البراءة (সামর্থ্য) মানলে হছলে—বয়িরে খরচাদি। তাই শরয়িতপ্রণতো (আইনদাতা) এ মূল বধিনটি বরণনা করতে চাইলনে। সেটলে
হল—বয়িটলে শুধু নছিক একটী আকদ (চুক্তি) ও বধৈভাবে যটল চাহদিাপূরণ নয়। বরং বয়িে একটী দায়তিব-কর্তব্য ও নারীর
উপর পুরুষরে কর্তৃত্ব।

"এবং হাদসিটি এ প্রমাণও বহন করে যলে, যলে ব্যক্তি বয়িে করতে অপারগ তার জন্য রোযা রাখা মশগুল থাকার বধিন
রয়ছে। কনেনা রোযা যটল উত্তজেনাকে দুর্বল করে এবং শয়তানরে চলাচলকে সংকোচতি করে। তাই রোযা হছলে- চরতির
ঠকি রাখা ও দৃষ্টকিে অবনত রাখার মাধ্যম।"[মাজমু ফাতাওয়া বনি বায (৩/৩২৯)]

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "তলোমাদরে মধ্যলে যারা সামর্থ্য রাখ তাদরে উচতি বয়িে করে ফলো।" এ
দললিও রয়ছে যলে, যলে ব্যক্তরি সামর্থ্য আছে ও বয়িরে খরচাদি বহন করার ক্ষমতা আছে তার জন্যলে অবলিম্বলে বয়িে
করাটাই শরয়িতরে বধিন।

স্থায়ী কমটিরি আলমেগণ বলনে: "বয়িরে খরচাদি বহন ও স্ত্রীর অধিকার আদায়ে সক্ষম যুবকলে অবলিম্বলে বয়িে করাই
রাসূলের সুনন্ত।"[ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়মি (৬/১৮)]

পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় হাদিসটি বিশেষ একটি ঘটনাকেন্দ্রিক এবং দরদির এক ব্যক্তির বয়ি করা ও চরিত্র রক্ষা করা সংক্রান্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ঐ নারীর সাথে বয়ি দিয়ে দিয়েছেন যে নারী নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি উপহার হিসেবে পশে করছিলেন। এ হাদিসে দলিল রয়েছে যে, দরদির তা সত্যগতভাবে বিবাহকে বাধা দিয়ে না; যদি পাত্র দ্বীনদার হয় এবং নিজ প্রতিপালককে প্রতি বিশ্বাসী হয় এবং পাত্রীও সেরকম হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী বা স্ত্রী নই তাদের বয়ির ব্যবস্থা কর, তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ ও যোগ্য তাদেরও। তারা যদি দরদির হয় তাহলে আল্লাহই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেন। আল্লাহ মহা দানশীল, মহাজ্ঞানী।" [সূরা নূর, আয়াত: ৩২] সুতরাং আল্লাহর উপর যথাযথ তাওয়াক্কুল, চরিত্র রক্ষার আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশা থাকলে আশা করা যায় এমন দম্পতিকে আল্লাহ সাহায্য করবেন এবং তাঁর অনুগ্রহ থেকে রক্ষা দিবেন। যমেনটি সুনানে তরিমিযিতে (১৬৫৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "তিনি ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব; আল্লাহর রাস্তায় জাহিদকারী, এমন মুকাতাব দাস (মালিককে নিজের মূল্য পরিশোধ করে স্বাধীন হতে ইচ্ছুক) যে পরিশোধ করতে ইচ্ছুক এবং এমন বিবাহকারী যে চরিত্র রক্ষা করতে ইচ্ছুক।" [আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলছেন]

ইমাম বুখারী এ হাদিসটির শরীহ নাম দিয়েছেন এই বলে: "অভাবীর কাছে বয়ি দেওয়া"। দলিল হচ্ছে—আল্লাহর বাণী: "তারা যদি দরদির হয় আল্লাহই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দিবেন"। হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: "তিনি যে শরীহ নাম দিয়েছেন সটোর পক্ষে কারণ হিসেবে আল্লাহর বাণী: "তারা যদি দরদির হয় আল্লাহই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দিবেন" কে পশে করছেন। এর সার কথা হচ্ছে— বর্তমানে কারো দরদির অবস্থা তার কাছে বয়ি দেয়ার পথে বাধা নয়; যেহেতু ভবিষ্যতে তার সম্পদ অর্জন করে সম্ভাবনা রয়েছে। [সমাপ্ত]

আলী বনি আবু তালহা, ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন: "আল্লাহ তাদেরকে বয়ি দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করছেন। তিনি স্বাধীন ও দাস সবাইকে বয়ি দেয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে স্বাবলম্বী করে দেয়ার ওয়াদা করছেন। তিনি বলছেন: "তারা যদি দরদির হয় আল্লাহই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দিবেন।"

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন: "তোমরা বয়ি করার মাধ্যমে স্বাবলম্বন সন্ধান কর"। [তাফসিরে ইবনে কাছরি (৬/৫১)]

শাইখ বনি বায় (রহঃ) বলেন:

এ আয়াতে কারীমাতে আল্লাহ তাআলা যাদের স্বামী বা স্ত্রী নই তাদেরকে এবং সৎ ও যোগ্য দাস-দাসীদের কাছে বয়ি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, এটি গরিবদের সচ্ছলতার মাধ্যম যত্নে করে, পাত্রী ও পাত্রীর অভাববর্জন নশিচিন্ত হতে পারে যে, দরদির বয়ির পথে বাধা হওয়া অনুচিত। বরং বয়ি রক্ষা হাছলি ও স্বাবলম্বী হওয়ার



মাধ্যম।"['ফাতাওয়া ইসলামিয়া' (৩/২১৩) হতে সমাপ্ত]

এ কারণে সামর্থ্যবানকে বয়ি করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার অর্থ এ নয় যে, সামর্থ্যহীনকে বয়ি করতে বারণ করা; বিশেষত কটে যদি নিজের ব্যাপারে হারামে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করে।

অনুরূপভাবে সামর্থ্যহীনকে যত্ন উত্তজেনা দমিয়ে রাখা ও শান্ত করার জন্য রোযা রাখার দকি-নরিদশেনা দেওয়ার মধ্যও বয়ি করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিনিধকতা নাই। হতে পারে সে এমন কাউকে পাবে যিনি তাকে বয়ি করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন। হতে পারে সে এমন কোন পাত্রীকে পাবে যে পাত্রী তার দ্বীনদারি ও সৎ হওয়ার কারণে তার আর্থিক অবস্থাকে মেনে নেবে। এগুলো ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, এক প্রথা থেকে অপর প্রথাতে পার্থক্য হয়। পক্ষান্তরে, ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর হাদিসে যা উদ্ধৃত হয়েছে সেটা হচ্ছে— সাধারণ একটা শিষ্টাচার এবং সামর্থ্যহীনকে রোযা রাখার মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করার পরামর্শ। আর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়ি করার কোন উপায় পায় তাতে কোন অসুবিধা নাই। বরং তাকে বয়িরে ব্যাপারে উৎসাহ ও উদ্বুদ্ধ করা হবে। ঠিকি এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আর যার সামর্থ্য নাই" তার ক্ষেত্রে তিনি এ কথা বলেননি যে, 'তার উচতি বয়ি না করা'। বরং তিনি বলছেন: "তার উচতি রোযা রাখা"; যাতে করে সে গুনাহতে লিপ্ত না হয়। আর যদি কিছু কষ্ট-ক্লেশে করে হলেও সে বয়ি করতে পারে নিঃসন্দেহে তাতে কোন অসুবিধা নাই। কারণ রোযাকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে একবোরে অপারগতার ক্ষেত্রে। যদি কিছু কষ্ট করে হলেও বয়ি করতে পারে তাহলে সেটাই ভাল।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।